উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ

সম্পাদনা সহযোগী
❑ মোঃ প্রিয়াউদ্দিন ❑ মাসুদুর রহমান
❑ আসিফ মাহমুদ ❑ এইচ এস ফিরোজ
❑ জহিরুল করিম ❑ জহির হোসেন
❑ মীনা ইনাম ❑ রেহানা আখতার
❑ এ মল্লিকা রাজ্ঞা ❑ শম্পা মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি

তানভীর আহমেদ লোদিন	আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক	চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস, ব্যানার্জী	ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
এস,এম, জামাল	সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান	হল্যান্ড
নাহিদ উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ ঃ আসীম আজিজ
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারল্যাইন
১৪৫/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২

মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস শীথি

উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬২১৯২

দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

ভাষার অহঙ্কার খুন করে একুশে পালন আচার মাত্র

বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের যেটুকু গর্ব ছিল, গত কয়েক বছরে তা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন আমাদের কতিপয় আমলা। হৃদয় বিদারক ঘটনা হচ্ছে, একটা সরকার তার ৪/৫ জন ব্যর্থ ও অপরাধী আমলার অপরাধ ঢাকা দেবার জন্য ভাষা নিয়ে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কীর্তিকলাপকে বরদাশ্‌ত করছেন। বাংলাভাষার জন্য আন্তর্জাতিক একটি তথ্য বিনিময় কোড তৈরির যোগ্যতা এদেশের অনেকের ছিল এবং আছে। কিন্তু সরকার সময়মত কাজ করতে না পারায় এদেশ ভারতের কোড ও তার প্রযুক্তির নীচে চাপা পড়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মনীষা সম্পন্ন মানুষদের বদলে বর্ণচোরা আমলাদের উপর ভর করে সরকার জাতিকে পরাভবের পথে ঠেলে দিয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির পাশাপাশি এ জাতির আপন বাংলাভাষার অহঙ্কার খুন করে এরা যখন একুশের নাম উচ্চারণ করে, তখন ধিক্কার উচ্চারণই হয়তো সমিচীন। একুশের শহীদেরা আমাদের হাতে ভাষার পাতাকা তুলে দিয়েছিল। এ পতাকাই এনেছে স্বাধীনতা, মুক্তিসংগ্রামের গৌরব। অথচ সে ভাষার ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আজ পরাভূত হয়ে গেছে কতিপয় আমলার কারণে। একদিন নূরুল আমীনরা ভাষা, দেশ, ভবিষ্যৎ ও জাতীয় অহঙ্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দেশ চালাতে গিয়েছিল। আর আজ তাদের উত্তরসূরীদের হাতে জাতীয় মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। এ হচ্ছে অকর্মন্যতা, লক্ষহীনতা, অযোগ্যতায় ঠাসা বাংলাদেশের কাহিনী। যোগ্য লোকেরা এখানে নিরুদ্দেশ-অযোগ্য লোকেরা আকাশে পাখনা মেলে থাকে। ভাষার অধিকার হরণের মত ভাষার অহঙ্কার বিনাশ যদি অপরাধ হয়, তাহলে নতুন প্রজন্মকে এই পরাজয় ও পরাভবের বিরুদ্ধে নতুন লড়াইয়ে নামতে হবে।

সরকারের একটি মন্ত্রণালয়ে একই অফিসে তিন জন কমপিউটার অপারেটর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কী বোর্ড ব্যবহার করেন। কারণ, কীবোর্ড প্রমিতকরণে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তথ্য বিনিময় ও স্থানান্তরের জন্য যে কোড তালিকা প্রয়োজন, সিদ্ধান্তহীনতার কারনে সে কোড বাংলাদেশের আগে তৈরি করে ভারত আন্তর্জাতিক সংস্থার ISO-এর রেজিষ্ট্রেশন পেয়ে গেছে। যা সারা বিশ্বে কমপিউটারে বাংলাভাষার গ্রন্থণা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য ব্যবহার হবে। ভারতের পর বাংলাদেশ এখন যদি পৃথক পৃথক কোডে ISO-র রেজিষ্ট্রেশনও নেয়, সেক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নিজেদের সুবিধাজনক পদ্ধতি মেশিনের সাথে প্রচলন শুরু করলে বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম ভাষাভাষীয় ভাষা বাংলা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টানাপোড়েনে পড়বে। বাংলাদেশ যেখানে কোড দাতা হবার কথা, সেখানে সে আজ সবচাইতে পশ্চাদবর্তী। ভাষার এ দাবীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি।

সমগ্র জাতি এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশলাভের জন্য বাংলা হরফ ও বাংলাভাষার নিকট ঋণী। দেশ ও জাতির অস্তিত্ব ও পরিচয়ের ভিত্তি এই বাংলাভাষাকে একবিংশ শতাব্দীর ব্যবহারোপযোগী করে তোলার দায়িত্ব পালনে বাংলাভাষার এই রাষ্ট্রটি অবমাননাকর ব্যর্থতার পরিচয় দেবে- এটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। এর পরিণামে জাতীয় পরাভব ও পরিচয়হীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে– ধীরে ধীরে। আন্তর্জাতিক তথ্য স্থানান্তরের বাংলাকোড দিতে পারেনি বাংলাদেশ। একটা জাতীয় কীবোর্ড দিতেও ব্যর্থ হয়েছে সরকার। এখন ভারতীয় কোড ও কী-বোর্ডের কাছে জাতির আত্মসমর্পনের পালা যখন শুরু তখন সরকার নিজেদের ব্যর্থতা চাপা দেবার জন্য কমিটি গঠন, রিপোর্ট প্রণয়ন, ও তা পুনরায় বাতিল ও নতুন কমিটি গঠনের বাহানায় মেতে উঠেছেন। জাতীয় পরিচয় ও জাতির ভাবাবেগের সাথে ভাষার প্রশ্নটা জড়িত। ভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে এ ধরণের ব্যর্থতা ও বাহানার মধ্যে একুশে উদযাপন নিতান্তই প্রথাগত আচার–অঙ্গীকার শূন্য আনুষ্ঠানিকতা। আমাদের ভাষা সৈনিকেরা তাঁদের জীবদ্দশায় এ অধঃপতন দেখে গেলেন, এটা আরও বেদনাদায়ক। ভাষা নিয়ে আমাদের যে গর্ব ছিল, তা আর রইলো না। জাতির ভাষা নিয়ে যাদের গৌরববোধ নেই, তারা শহীদ মিনারে দাঁড়ায় কী করে।

লেখক সম্পাদক ঃ ❑ রেজাউল করিম ❑ আবদুল হালিম ❑ গোলাম নবী জুয়েল ❑ মোঃ হাসান শহীদ